মেহেরপুরে উদীচীর উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে মোমবাতি প্রজ্বালন

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে বীর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিবছরের ন্যায় উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের উদ্যোগে মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্কের শহীদ মিনারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মোমবাতি প্রজ্বালনের মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি সুশীল চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম কানন, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রমা ব্যানার্জী, রাজন, রাজিয়া সুলতানা, আরাত্রিকা চক্রবর্তী, মাহফুজসহ উদীচীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা।

ঝিনাইদহে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহ ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও অন্যান্য কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আওয়াল। বিশেষ অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদ বিপিএম-সেবা বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এম এম শাহজালাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা ঝিনাইদহ ল কলেজের প্রিন্সিপাল এবং পিপি মশিয়ার রহমান, স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার ইউনিটির সভাপতি এম এ কবীর, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা আবু হুরাইরা প্রমূখ। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক বকুল চন্দ্র কবিরাজ এর পরিচালনায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তারা ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে সকল শহীদ বুদ্ধিজীবীদের বিনম্র শ্রদ্ধাভারে স্মরণ করেন ও তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

সভায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ,স্কাউটস ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের নানা আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

মেহেরপুরে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১৪ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালনের লক্ষে গণকবরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ও মুক্তিযোদ্ধারা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনাসহ দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ

রনি আলম নূর, সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আবীর হোসেন, মোঃ সাজেদুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম নজরুল কবির, মেহেরপুর সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মুহা. আবদুল্লাহ আল-আমিন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

দর্শনায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

সারা দেশের ন্যায় দর্শনায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা সরকারি কলেজের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করে বুদ্ধিজীবী সৃতিস্তম্ভে পূষ্পমাল্য অর্পন করেন দর্শনার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পূষ্পমাল্য অর্পনের পর সকল শহীদের স্বরণে ১ মিনিট নিরবতা পালন শেষে দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি থেকে আলোচনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, দর্শনা পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, বীর মুক্তিযোদ্ধা সবুর আলী, দর্শনা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ ড. মফিজুর রহমান, দর্শনা গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগারের নির্বাহী পরিচালক আবু সুফিয়ান।

এসময় আলোচনায় অতিথিদয় বলেন, ১৯৭১ সালে বিজয়ের ঠিক দুই দিন আগে পাকিস্তানি শাষকরা বুঝতে পেরেছিলো বাংলাদেশ বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে। সেই কারনে দেশ ও জাতিকে পিছিয়ে দেওয়ার

জন্য শৈরাচার শাসকরা এদেশকে মেধাশূন্য করার লক্ষে বেছে বেছে বুদ্ধিজীবীদের নির্মম ভাবে হত্যা করেছিলো। তার মধ্যে তৎকালিন সময়ে ৩ জন বুদ্ধিজীবী শিক্ষক ছিলেন। যাদেরকে পাক বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তিতে তাদের লাশও পাওয়া যায়নি। এদের মধ্যে ছিলেন, অধ্যক্ষ লতাফত হোসেন জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক নাসির উদ্দিন। এই দিনে দর্শনা সরকারি কলেজের ৩জন বুদ্ধিজীবী শিক্ষক শহীদ হয়। তাই প্রতি বছরই দর্শনা সরকারী কলেজের পক্ষ থেকে শহীদদের স্বরনে এ অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে।

অনুষ্ঠানে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু’র সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মল্লিক, ছাত্রলীগ নেতা- নাজিম উদ্দীন, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ, সহ-সভাপতি আশরাফুজ্জামান রিপন, কামরুল হাসান লোমান, মিল্লাত হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রভাত আলম, দপ্তর সম্পাদক রায়হান হোসেন, প্রচার সম্পাদক অপু সরকার সহ কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। অনুষ্ঠান শেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

মুক্তিযুদ্ধের শেষ লগ্নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে পরিকল্পিতভাবে হত্যাকান্ডে শিকার হওয়া বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের এই দিনে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, লেখক ও সাংবাদিকসহ অন্য মেধাবী বাঙালিকে বাড়ি থেকে চোখ বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের শহিদ হাসান চত্বরে শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তর্বক অর্পণ ও শহিদ বেদিতে মোমবাতি প্রজ্বলন করে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের বিনম্র চিত্তে স্মরণ করা হয়।

মোমবাতি প্রজ্বলন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা, পুলিশ সুপার আরএম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) শারমিন আক্তার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) রেজা আরাফাত রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কবীর হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আনিসুজ্জামান, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম মালিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পুষ্পমাল্য অর্পনের পর চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা সরকারী আদর্শ মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ, জেলা আওয়ামী যুবলীগ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), জেলা সমবায় অফিস, জেলা শিল্পকলা একাডেমী, অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিস, পেশাজীবী, রাজনৈতিক, স্বেচ্ছাসেবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষক-ছাত্র ও সাধারণ মানুষ শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

আলমডাঙ্গায় শহীদ বুদ্ধিজীবী

দিবস পালন

শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস উপলক্ষে আলমডাঙ্গায় নানা কর্মসুচী পালিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন আওয়ামীলীগসহ বিভিন্ন সংগঠন এসব কর্মসুচী পালন করেন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে শহীদ মাজার ও বধ্যভূমিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, দোয়া ও সন্ধায় বধ্যভুমিতে মোমবাতি প্রজ¦লন করা হয়।

সকাল ১০টার দিকে বধ্যভূমিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভা, শহীদদের উদ্দেশ্যে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড, আব্দুর রকীব, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট খন্দকার সালমুন আহমেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ, কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন,প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি,ওসি তদন্ত একরামুল হোসাইন ইন্সপেক্টর জামাল হোসেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত।

কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজার উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ৭১ এর অগ্নিসেনা মইনুদ্দিন পারভেজ, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিউর রহমান সুলতান জোয়ার্দ্দার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, সরকারি কলেজের প্রভাষক ডক্টর মাহাবুব আলম, পৌর সভার প্যানেল মেয়র খন্দকার মজিবুল হক।

সন্ধায় বধ্যভূমিতে মোমবাতি প্রজ্বলন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান,নির্বাহী অফিসার,সহকারি কমিশনার ভূমি,কৃষি অফিসার,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা,ওসি তদন্ত,ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুসা,সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার,সিরাজুল ইসলাম,সাইফুল ইসলাম পিন্টু,আশরাফুল ইসলাম,সৈকত খান,মহিলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহিদা রহমান,আব্দুল মালেক,মাসুদ রানা তুহিন

প্রমুখ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা বৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা গণ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা, শিক্ষক বৃন্দ, এবং প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিক বৃন্দ।

জীবননগরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

জীবননগরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সন্ধার সময় বুদ্ধিজীবী দিবসে শহীদদের স্মরণে মোমবাতি জ্বালানো হয়।
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আব্দুল লতিফ অমল,উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র, বীর মুক্তিযোদ্ধা সাইদুর রহমান প্রমুখ।

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে মোমবাতি প্রজ্বলন ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫ টা ৪৫ মিনিটের সময় উপজেলার বঙ্গবন্ধু মোড়াল চত্বরে মোমবাতি প্রজ্বলন, আলোচনা সভা ও

দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের জাতিকে মেধা শুন্য করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তা হায়নার দল সম্ভব করতে পারেনি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ গড়ে দেশ ও জাতিকে আবার পূর্ণ মেধাশক্তি জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে ছিলেন বাঙালী জাতি গঠনে। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটি সহ হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গঠন করেছিলেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সহ সকল ধর্মের শিক্ষা ব্যাবস্থা।

আজকে তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি সুশিক্ষিত, ডিজিটাল ও স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের লক্ষে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে সারা বিশ্ব বাসীর কাছে বাংলাদেশকে রোল মডেল এ পরিণত করেছে। বাংলাদেশকে উন্নতশীল রাষ্ট্রের কাতারে নাম লিখিয়েছেন। শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারানোর বেদনাময় স্মৃতি নিয়েই প্রতিবছর উপনীত হয় ১৪ ডিসেম্বর। গভীর শ্রদ্ধায় এই দিনটিতে স্মরণ করেন জাতির সেই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। যারা তাদের বর্তমানকে চিরতরে উৎসর্গ করে গিয়েছেন এদেশের ভবিষ্যৎ ও মহান স্বাধীনতার জন্য।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার, ওসি অপারেশন শফিউল আলম, উপজেলা পাট অফিসার রিয়াজুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুফতী মামুনুর রশীদ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ।

উদীচী’র উদ্যোগে মেহেরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

উদীচী মেহেরপুর শাখা সংসদের উদ্যোগে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়েছে।

আজ ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে, মেহেরপুর পৌর শহরের সামসুজ্জোহা পার্কে অবস্থিত শহিদ মিনারে মোমবাতি জ্বালিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

মোমবাতি প্রজ্বলন ও শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি শ্রী সুশীল চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মিজানুর রহমান সহ উদীচীর জেলা সংসদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উদীচী মেহেরপুর জেলা সংসদের সভাপতি সুশীল চক্রবর্তী জানান, উদীচী প্রতি বছর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে এভাবেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।

ঝিনাইদহে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনে শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় পালিত হয়েছে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (১৪ডিসেম্বর) সকালে জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন এবং জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ধ-নমিত করা হয়। পরে সেখান থেকে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেরণা একাত্তর চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। সেসময় ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের

সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই এমপিসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

একই সময়ে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেরণা একাত্তর চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা।

অপরদিকে রাষ্ট্রের পক্ষে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগসহ নানা সংগঠন শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়াও আলোচনা সভা, দোয়া মাফফিলসহ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে দিবসটি।